আজকের কাগজ

তারিখ 15 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

স্নাতক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ইংরেজি শিক্ষা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সরকার বলেছেন যে, এ সিদ্ধান্ত ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার্থীদের ইপ্সিত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছর স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজি বাধ্যতামূলক ছিলো না। এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা খুব একটা সুখকর নয়। কারণ একদিকে এর ফলে যেমন ইংরেজি শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে তেমনি আমাদের দেশের তরুণরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া নিম্নতর শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। যে কারণে স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজিকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়েছিলো তা এখানে স্মরণযোগ্য; মূলত স্নাতক পর্যায়ে পাসের হার বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছিলো। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি পদক্ষেপ যে কতখানি অযৌক্তিক এবং এতে যে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

দেশের প্রতি মমত্ব, মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ আমাদের নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু তা যেন কোনোক্রমেই অন্ধ প্রেমে পর্যবসিত না হয়। বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। এ যুগে জ্ঞানহীনতা এবং অদক্ষতা অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কারণেই ইংরেজি শিক্ষা বর্তমান যুগের এক অপরিহার্য জ্ঞানের বাহন। শুটি কয় সুউন্নত দেশ ছাড়া সব দেশেই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা এবং জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে। উপরন্তু এটা খুবই দুঃখজনক যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের আশা ও স্বপ্ন থাকলেও বাঙালা ভাষার উন্নয়নে তেমন একটা সফলকাম আমরা হইনি যার দ্বারা আমাদের পরিপূর্ণ শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা সম্ভব। এ কারণে বিশ্বের প্রবল গতিময় ও প্রতিযোগিতামূলক কর্ম ও প্রযুক্তির বাজারে আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানের একটি ভাষার আশ্রয় নিতেই হবে। আমাদের দেশে সেই সুবিধাজনক আন্তর্জাতিক ভাষাটি হচ্ছে স্বভাবতই ইংরেজি। যদিও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দীর্ঘ ঔপনিবেশিকতার দুঃখজনক স্মৃতি। তবুও চলমান দুঃখ ও হতাশাকেও তো আমাদের অতিক্রম করতে হবে; আর তা করতে হলে প্রয়োজন দক্ষতা, যোগ্যতা বাড়িয়ে প্রতিযোগিতার মান অর্জন করা।

এ মান অর্জন করতে হলে শুধু ইংরেজি শিক্ষাই নয় অন্যান্য আরো বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতিটাই বদল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ এ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা যুগের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না- মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা বাড়াতে পারছে না। সেটা যদি এ পদ্ধতি পারত তাহলে মানুষ অনেক সচেতন হত এবং নিয়ম করে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন পড়ত না। আমাদের ছাত্ররা আজ মাতৃভাষাটাও যে ঠিকমতো শিখছে না সেটাও একটা কম সমস্যা নয়। আসলে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্যে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। যে জরুরি প্রয়োজন উপলব্ধি করে সরকার ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করেছেন সে রকম উপলব্ধির দ্বারা বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করে একটি সৃজনশীল শিক্ষানীতিও তাঁরা অবিলম্বে প্রণয়ন করবেন আশা করি।